সলিল দত্তের
শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন
চণ্ডীমাতা ফিলমস পরিবেশিত

প্রতিভা ক্রিয়েশান্স্-এর নিবেদন।

শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন

বিমল মিত্রের কাহিনী অবলম্বনে।

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : সলিল দত্ত। প্রযোজনা : প্রভাত কুমার কুণ্ডু, পদ্মা কুণ্ডু।

সঙ্গীত : মান্না দে।

চলচ্চিত্রকার : বিজয় ঘোষ ॥ সম্পাদনা : অমিয় মুখোপাধ্যায় ॥ শিল্পনির্দ্দেশক : সত্যেন রায়চৌধুরী ॥ প্রধান কর্মসচিব : সন্দীপ পাল ॥ শব্দগ্রহণ : নৃপেন পাল ॥ অতিরিক্ত শব্দগ্রহণ : অতুল চট্টোপাধ্যায় ॥ সঙ্গীতগ্রহণ : সত্যেন চট্টোপাধ্যায় (টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিও ॥ সহকারী : বলরাম বারুই ॥ শব্দপুনর্যোজনা : শ্যাম সুন্দর ঘোষ ॥ সহকারী : জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়, ভোলানাথ সরকার, পাঁচু গোপাল ঘোষ ॥ রূপসজ্জা : বসির আহমেদ ॥ পটশিল্পী : রামচন্দ্র সিন্ধে ॥ কেশ বিন্যাস : মিস্ স্যানড্রা থাম ॥ স্থিরচিত্র : তরুণ গুপ্ত (পিকস্ ষ্টুডিও) পরিচয়লিখন : দিগেন ষ্টুডিও ॥ অঙ্কন-শিল্পী : রতন বরাট ॥ আলোকসজ্জা : নিউ রমা ইলেকট্রিক

: সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনায় : বিজন চক্রবর্ত্তি, শ্রীকান্ত গুহঠাকুরতা ॥ চিত্রশিল্পে : পঙ্কজ দাস, ভবতোষ ভট্টাচার্য্য ॥ সঙ্গীতে : ওয়াই, এস, মুলকী ॥ সম্পাদনায় : জয়দেব দাস ॥ শিল্পনির্দ্দেশনায় : শশাঙ্ক সান্যাল ॥ রূপসজ্জায় : মুক্তিরাম শর্মা ॥ সাজসজ্জায় : কার্তিক লেঙ্কা ॥ ব্যবস্থাপনায় : পরেশ ভট্টাচার্য্য ॥ সহঃ ব্যবস্থাপনায় : সতীশ দাশ, ভগীরথ চক্রবর্ত্তী, বিজয় দাস। ষ্টুডিও টেকনিসিয়ান্স্ ॥ ক্যামেরায় : দুর্গা রাহা, যুগল সরদার ॥ সাউণ্ডে অনিল নন্দন, যুগা ॥ সেটিং এ : মণি সংদার, সুশীল বোস ॥ আলোকসম্পাতে : সতীশ হালদার, দুখীরাম নস্কর, ব্রজেন দাস, বেণুদাস, অনিল পাল, মঙ্গল সিং। পরিস্ফুটনে ॥ অবনী রায়, তারাপদ চৌধুরী, রবীন ব্যানার্জ্জী পঞ্চানন ঘোষ, ফণীভূষণ সরকার, কানাই ব্যানার্জ্জী, নিরঞ্জন চ্যাটার্জ্জী। প্রভাত দাসের তত্ত্বাবধানে ১নং নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিওতে গৃহীত। আর, বি, মেহেতা কর্তৃক ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ-এ পরিস্ফুটিত। প্রচার পরিকল্পনা : ফণীন্দ্র পাল ॥ প্রচারশিল্পী : পূর্ণজ্যোতি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : পশ্চিমবঙ্গ সরকার : শ্রীনির্মল কুমার ব্রহ্মচারী, শ্রীকল্যাণ সেন, শ্রীবিমল সেন, শ্রীশঙ্কর রায়, শ্রীপি, বি, দত্ত ॥

ক্যালকাটা র‍্যাকেট ক্লাব। দি ক্যালকাটা হসপিট্যাল এণ্ড মেডিকেল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান। শ্রীতারক রায়, শ্রীরামপদ দে, শ্রীতপন মিত্র ॥ ষ্ট্যান্ডার্ড শ' মিল ॥ টালিগঞ্জ অধিবাসীবৃন্দ। শ্রীরামসিং (পার্ক হোটেল) কাডানকার রিপেয়ার্স বেঙ্গল ল্যাম্প। জি, এস, ব্রাদার্স হিন্দুস্থান লাইব্রেরী ইণ্ডিয়ান প্রগ্রেসিভ পাবলিসিং, এম, সি, সরকার এণ্ড কোম্পানী। শ্রীশারদা কুমার মুখার্জ্জী, শ্রীরাধু কর্মকার, শ্রীপ্রবীর দাসগুপ্ত, ডাঃ সুবীর সেন, ডাঃ আশুতোষ দত্ত। আনন্দবাজার পত্রিকা, শ্রীপঞ্চানন দত্ত এবং জয় ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস ॥ সৌমেন রায় চৌধুরী। গীতিকার : পুলক বন্দোপাধ্যায় ॥ কণ্ঠসঙ্গীতে : আশা ভোঁসলে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়, মান্না দে ॥ কাহিনী বিন্যাস এবং সংলাপ সলিল দত্ত।

শ্রেষ্ঠাংশে : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা সেন।

অন্যান্য ভূমিকায় : ছায়া দেবী, বিকাশ রায়, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, শোভা সেন, বেবী নাতাসা, ললিতা চট্টোপাধ্যায়, হারাধন বন্দোপাধ্যায়, অর্দ্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়, তরুণ কুমার, জহর রায়, অমর মুখোপাধ্যায়, মাঃ অরিন্দম, সুব্রত সেন, প্রণব চৌধুরী, মণি শ্রীমানী, শৈলেন গাঙ্গুলী, মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, অশোক মিত্র নিশীথ সিন্‌হা, রসরাজ চক্রবর্ত্তী,, নির্মল ঘোষ, খগেন চক্রবর্ত্তী, অজিত ব্যানার্জ্জী, পারিজাত বসু, ভবতোষ ব্যানার্জী। গীতা প্রধান : কল্যাণী অধিকারী, মিস ডায়না, মিস লোলা, মিস এলিসন, মিস বেটী, শ্রীকান্ত গুহঠাকুরতা, সুভাষ গুহঠাকুরতা, বিপ্লব চ্যাটার্জ্জী, ননী গাঙ্গুলী, মিঃ ফ্রান্সিস, মিসেস ফ্রান্সিস, মিস প্যাটাসী, মাম্ভু মুখার্জ্জী, পান্নালাল চক্রবর্ত্তী, সতীশ দাস, জনটেলর, ব্রায়েন এণ্ডারসন, এলেন পোর্টার, রিচার্ড মার্সাল, রেনহার্ট বোনহম্, রজট গোম্বি, অর্দ্ধেন্দু ভট্টাচার্য্য, রঞ্জিত বসু, পারিজাত লাহিড়ী, নিমাই দত্ত, শঙ্কর ভট্টাচার্য্য, সন্দীপ পাল, তপন মিত্র, বব দাস, কাজল মজুমদার, মিহির সরকার, সুশীল চক্রবর্ত্তী, ভানু চ্যাটার্জী, সুবল দত্ত, শক্তি মুখার্জী। নেপথ্যকণ্ঠ : সত্য বন্দোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত, ॥ পরিবেশনা : চণ্ডীমাতা ফিল্মস্ প্রাঃ লিঃ।

কাহিনী

দর্শনের ছাত্র লোকনাথ রায় ঈশ্বর বিশ্বাসী ছিল। তার কাছে জীবনের চেহারা ছিল সরল, সুন্দর এবং আলোময়। মৃত্যু তাকে বিচলিত করতো, হিংসা নৃশংশতা তাকে ক্ষুদ্ধ করে তুলতো। সাধারণ মানুষের মত অনাচার অত্যাচার আর অন্ধকারের সঙ্গে তার মন আপোষ করে চলতে চাইত না।

বাবার মৃত্যুর পর কারখানার দায়িত্ব নিয়ে সে বুঝতে পারল, দিনের পর দিন কত পাপ তাদেরই বংশে জড়ো হয়েছে। ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও অসহায়া সরযুকে সে এই পাপ প্রতিষ্ঠানে চাকরী দিতে অস্বীকার করল। তবু সরযুর জন্য তার কাতর মন একদিন রাত্রে দমদম অবধি ছুটে গিয়েছিল নিজের কথা কিছু বলতে, কিন্তু বলা হোল না। লোকনাথের এই অনুক্ত কথাটার মানে সরযূ হয়ত বুঝতে পেরেছিল। গোপনে গোপনে কারখানার পাপ দূর করার চেষ্টা করেছিল লোকনাথ, আর তার ফলেই মারাত্মক কাণ্ডটা ঘটলো। কেন্দ্রীয় তদন্তের কাছে সবকিছু গোপন করার জন্য দুজন বিশ্বস্ত কর্মচারী খুন হলো। তাদের যারা সন্দেহ ক্রমে খুন করল, তাদের শীর্ষে আছেন লোকনাথেরই দিদিমা, যিনি এ বাড়ির এবং

অন্তরালে কারখানার সর্বময় কর্ত্রী। সব জানতে পারল লোকনাথ। দিদিমার সামনেই সে পুলিশকে টেলিফোন করতে গেল, কিন্তু দিদিমার কাতর আকুতির কাছে শেষে আপোষ করতে বাধ্য হ'ল। দুটো খুনের জন্যে সে নিজেকেই সম্পূর্ণ ভাবে দায়ী করল। দায়ী করল তার শরীরের শিরা উপশিরায় যে শয়তানের রক্ত বয়ে চলেছে, তাকে। অদ্ভুত এক মানসিক চিন্তার ক্রীড়নক হয়ে গেলো লোকনাথ। তার মনে হলো, এই পৃথিবী ব্যাপী যত মানুষ খুন হচ্ছে, যেমন ভিয়েৎনামে যারা মানুষ খুন করলো, ফ্যাসিষ্ট জার্মানীতে যারা মানুষ খুন করল,—এবং পঁচিশ বছর আগে জাপানে এ্যাটম বোমা ফেলে লক্ষ লক্ষ মানুষ খুন করে যারা আজও শান্তি আর সমৃদ্ধির মধ্যে বেঁচে আছে, তাদের মত সেও এতবড় পাপ করে, পাপের সঙ্গে আপোষ করে বেঁচে থাকবে—ঈশ্বরের করুণা পাবে। তাহলে ত মিথ্যে সব। মিথ্যে ঐ উপনিষদের বাণী "সত্যমেব জয়তে।" মিথ্যে ঈশ্বর। মাথার মধ্যে সব গোলমাল হয়ে গেলো লোকনাথের। ক্ষিপ্ত আক্রোশে সে তার এতদিনের অবলম্বন সমস্ত ধর্মগ্রন্থগুলো ছুড়ে ফেলে দিলে। পূর্বপুরুষদের ছবিগুলো সব ভেঙ্গে তচনচ করে ফেললে। তার কাছে আজ এ পৃথিবীটা শুধু শয়তানের পৃথিবী হয়ে গেলো।

আমূল পরিবর্ত্তন ঘটে গেলো লোকনাথের। শিল্প প্রতিষ্ঠানের সমস্ত স্বত্ব ত্যাগ করে, সমস্ত বিলাস ব্যসনের উপকরণ ত্যাগ করে, ময়লা জামা কাপড় পরে সে রাস্তায় রাস্তায় পাগলের মত ঘুড়ে বেড়াতে লাগলো। মানুষগুলো, রাস্তা ঘাট, বাড়ি, সবকিছু তার চোখের সামনে প্রেতপুরীর কালো কালো ছায়া হয়ে ভাসতে থাকল। অসহ্য এই অন্ধকার! কোথায় আলো?

এই সময় একদিন একটা ছোট্ট মেয়ের কণ্ঠ তাকে বিচলিত করে তুললো। রাস্তার আলো জ্বালছিলো লোকটা, আর জানালায় বসে একটা ছোট্ট মেয়ে ডাকছিল আলোওয়ালা, ও আলোওয়ালা।

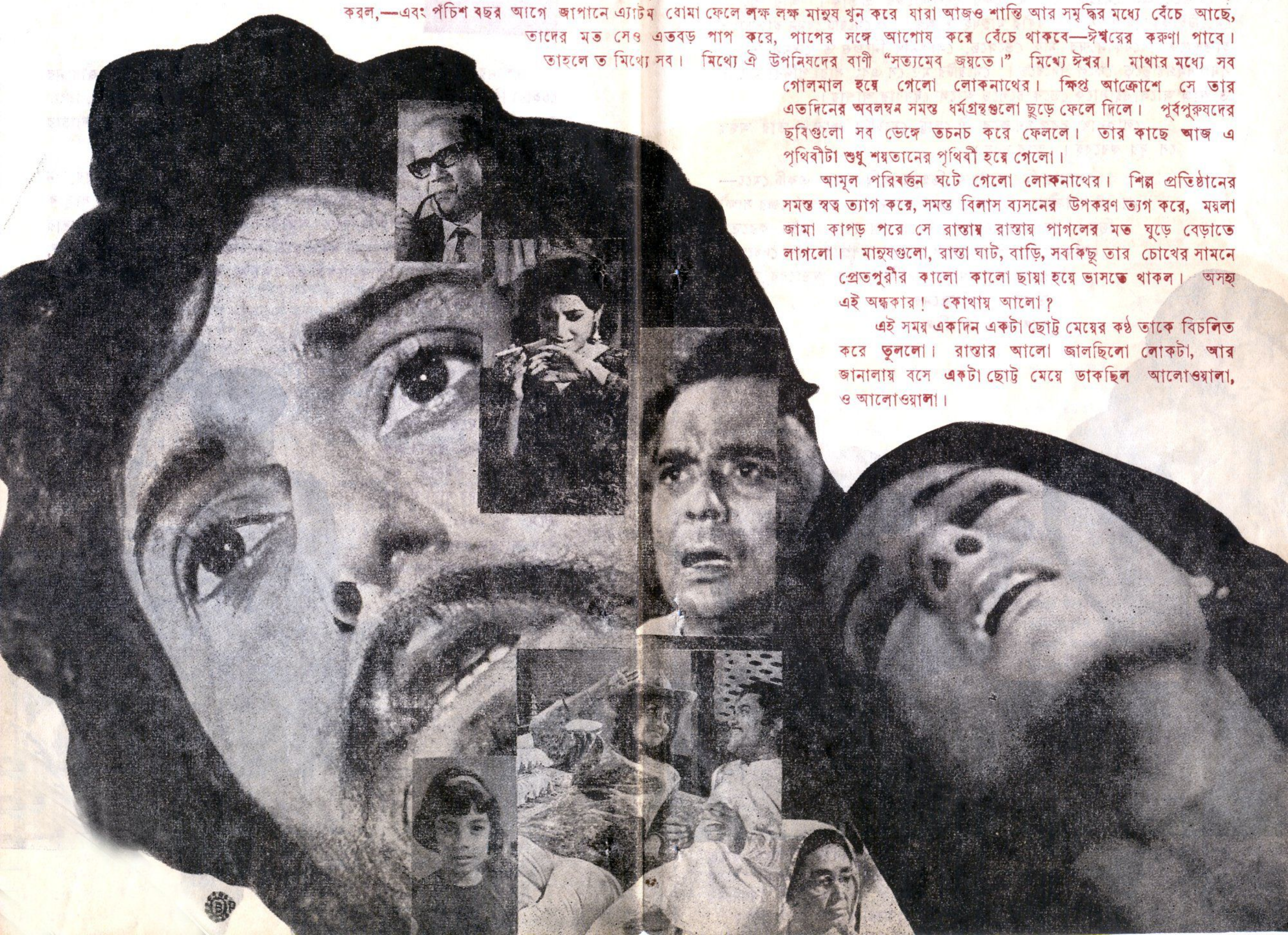

আলোওয়ালার কাছ থেকেই লোকনাথ জানতে পারল, মেয়েটি অন্ধ, কিন্তু আলো জললে ঠিক বুঝতে পারে। আর এই আলো জ্বলবে বলে ও রোজ বসে থাকবে, তারপর আলোওয়ালা, আলোওয়ালা বলে ডাকবে।

তবে এই মেয়েটি কী আজকের যুব-সমাজের প্রতীক। আর শুধু ঐ মেয়েটিই কী অন্ধ? সারা পৃথিবীর মানুষই ত অন্ধ। ঐ মেয়েটি যেমন হাতড়াতে হাতড়াতে বিবেকানন্দের মূর্ত্তি ভেঙ্গেছে, লোকনাথ নিজেও ত তেমন ভাবেই সমস্ত ধর্মগ্রন্থ ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। মেয়েটির মত সে এবং সারা পৃথিবী মানুষই ত আজ আলোওয়ালাকে ডেকে চলেছে আলো দেখবার আশায়।

লোকনাথ সর্বস্ব পণ করে ঐ ছোট্ট মেয়েটির জন্যে,—তার অন্ধত্ব সে দূর করবেই। আর সরযূ?

সামান্য নিম্ন মধ্যবিত্ত ছিন্নমূল পরিবারের একটি মেয়ে—সে এই মহাজীবনের সুরু থেকেই লোকনাথের সব কর্মযজ্ঞের সাক্ষী ছিল। সে লোকনাথের কাছে আসবার চেষ্টা করতো, লোকনাথের এই আলোক যাত্রার তপস্যার যন্ত্রণা দেখতো। কিন্তু সে ছিল অসহায়, দারিদ্র আর অভাবের তাড়না তাকে অধঃপতনের পথে নিয়ে গিয়েছিল।

তবু এ পৃথিবীর মানুষের কাছে তার প্রশ্ন ছিল, একটা মেয়ের নৈতিক অধঃপতন কী বিজ্ঞানের অধঃপতনের চেয়ে বেশী পাপ?

গান

(১)

শিল্পী : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে ও সহশিল্পী।

সত্যমেব জয়তে
সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ
যে না ক্রন্ত্যষয়োঃ হ্যাপ্তকামা
যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্॥
শোনো, ব্যথিত বঞ্চিত আশাহত ক্ষুব্ধ হৃদয়
মোছো সংশয়
সত্যেরি জয় শুধু হয় মিথ্যার নয়
আপ্তকাম ঋষিগণ
যে পথে করেন গমন
সেই উত্তরায়ণ পথ অবিচল সত্যেই প্রদীপ্তময়॥
বৃহচ্চ তদ্দিব্যম চিন্তা রূপং
সুক্ষাচ্চ তৎ সুক্ষতরং বিভাতি
দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ
পশ্যাৎ স্বি হৈব নিহিতং গুহায়াম্
অচিন্ত রূপ ওগো যার
যিনি বৃহতে ক্ষুদ্রে একাকার
অতি দূরের সে জন অতি কাছের আপন
সেই ব্রহ্ম রয়েছেন সর্বচেতন প্রাণে
হও নির্ভয়॥

(২)

শিল্পী : মান্না দে

কী এমন কথা তাকে বলা গেল না
বুক ভরে রয়ে গেল মুখে এলো না॥
কী এমন হয়ে গেল যাতে হলো এলোমেলো
সব কিছু এলোমেলো
পুরোনো সুখেতে মন সুখ পেল না॥
কী এমন দেখা হওয়া
বার বার যাতে মনে হয়
আবার হোক না দেখা
এটুকুতে ভরে না হৃদয়
কী এমন চোখে চাওয়া
কিছুতে মেটেনা চাওয়া
পলক ফেললে আঁখি বলি ফেল না॥

(৩)

শিল্পী :— মান্না দে ও সহশিল্পী

গোবিন্দা গোপালা
ভুলিয়ে দে ঝামেলা
যা কিছু ঝামেলা॥
কৃষ্ণা তোমার পায়ে পড়ি
এত করে ডেকে মরি
ভক্তিতে খাই গড়াগড়ি
দাওনা সাড়া তবু হরি
ও কৃষ্ণা কানাই তোমার জবাব ত' নাই
তুমি গায়েও কালা আবার কানেও কালা॥
সব ছেড়ে ছুড়ে এলাম আজ এখানে
প্রভু তোমার টানে শুধু তোমার টানে
জীবন ভরা ধোঁয়ার জালে
এত মধুর কলিকালে
আমরা নাচি তোমার তালে
দলে দলে পালে পালে
ও তবু কানাই তোমার করুণা নাই
শুনে তোমার পালা লোকে বলে
পালা রে পালা॥

(৪)

শিল্পী :—আরতি মুখোপাধ্যায়

ও আমার সমাজপতি
সেলাম তোমায় সেলাম
আমি যেই পথের খোঁজে বাইরে এলাম
তোমার দয়ায় অমনি হঠাৎ ভেসে গেলাম॥
যেটা গলার জোরে বললে ভালো
সেটাই ভালো।
তুমি কালো বলে যা দেখালে
সেটাই কালো
না চেয়েই তোমার বিধান তোমার নিধান
আমি এমনি পেলুম॥
তুমি যে রাগেতে যা গাওয়ালে
সেটাই গাওয়া
তুমি যুগের হাওয়ায় যা খাওয়ালে
সেটাই খাওয়া
আমি যে নিজের দোষে খেতে বসে
বিষম খেলাম॥

(৫)

শিল্পী :—আশা ভোঁসলে

নেই সত্যি বলে কিছু নেই
বানানো কথা শুধু এই
ভালবাসা লাগে ভালো
বলতে আর শুধু শুনতেই
আসলে যখন থাকে প্রয়োজন
তখনই যে মন তাকে ভাবে গো আপন
নিজের মনেই দেখবে যে এই
এর বেশি নেই—না—না—না॥
যাযা যাযাঃ যা—চা—চাচা চা ঃ
তাই বলি শুধু শুধু এ ভাবে
বুক ভরা আশা নিয়ে কী পাবে
সে মানুষ ভালবাসা কি দেবে
সে যে সবচেয়ে ভালবাসে নিজেকেই
এ কী ছলনা, ভেবে বল না
তুমিও কী এই সোজা পথে চলনা
সবখানেতেই দেখবে যে এই
এর বেশি নেই না॥

সমরেশ বসু
রচিত

ছুটির ফাঁদে

শ্রেঃ উত্তমকুমার

পরিচালনা · সলিলসেন

একটি অসাধারণ

ছবির

প্রতীক্ষায় থাকুন

চণ্ডীমাতা
ফিল্মসের
যে সব ছবি
আসছে

উত্তম
অপর্ণা
অনিল
অভিনীত
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
রচিত

আলোর নিশানা

সঙ্গীত · নচিকেতা

পরিচালনা · বিজয় বসু

তরুণ মজুমদার
পরিচালিত
রাধারাণী পিকচার্সের
ষষ্ঠ নিবেদন

ফুলেশ্বরী

কাহিনী · বিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায়

সঙ্গীত · হেমন্ত মুখার্জি

রূপায়ণে · সন্ধ্যা · অনুপ · শমিত
লিলি · চিন্ময় · সুলতা · রবি ঘোষ · হরিধন